যায়যায়দিন

তারিখ ..... 7 JUL 2012 ...
পৃষ্ঠা ..... কলাম .....

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের গৌরবের ৫৯ বছর পূর্তি উৎসব আজ

রাবি প্রতিনিধি

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের গৌরবময় ৫৯তম-প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পূর্তি উৎসব আজ। এ উপলক্ষে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষও গ্রহণ করছে বিস্তারিত কর্মসূচি। শনিবার সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি চলবে এ অনুষ্ঠান। ১৯৫৩ সালের ৬ জুলাই জন্ম নেয়া ৩০০ একরের রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়টি ছয় দশকে পা রাখল। উত্তরাঞ্চলের শ্রেষ্ঠ এ বিদ্যাপীঠ হিসেবে পরিচিত বিশ্ববিদ্যালয়টির ইতিহাস সময় পরিক্রমার অন্যতম ক্ষেত্র। বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে উচ্চ শিক্ষার নক্ষত্র হওয়ার যেমন সাফল্য রয়েছে, তেমনি রয়েছে রক্তাক্ত ইতিহাস। যেই ইতিহাস আজো বাংলাদেশের মানুষকে সংগ্রামী করে তোলে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে দেশে উচ্চ শিক্ষার পথ উন্মোচিত উৎসব : পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ১

উৎসব : রাজশাহী

হলেও তৎকালীন বাংলায় একটি মাত্র বিশ্ববিদ্যালয় সে সময়কার উচ্চ শিক্ষার চাহিদা পূরণে মোটেও সক্ষম ছিল না। তাই দেশে আরো একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা জরুরি হয়ে পড়ে। আর এ প্রয়োজনটা তীব্রভাবে অনুভূত হয় তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের সর্ববৃহৎ বিভাগীয় শহর রাজশাহী অঞ্চলের মানুষের মনে। পরে ১৯৫৩ সালের ৩১ মার্চ প্রাদেশিক আইনসভায় 'রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় আইন ১৯৫৩' পাস হয়। পরে সে বছরের ৬ জুলাই দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম বিদ্যাপীঠ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়। অস্ট্রেলিয়ান স্থপতি ড. সোয়ানি টমাসের স্থাপত্য পরিকল্পনায় ১৯৬৪ সালে ঢাকা-রাজশাহী মহাসড়কের পাশে মনোরম বৃক্ষশোভিত মতিহারের সবুজ চত্বরের ৩০০ হেক্টর জমিতে ১৬১ জন শিক্ষার্থী নিয়ে যাত্রা করে বিশ্ববিদ্যালয়টি।

বর্তমানে প্রায় ২৯ হাজার শিক্ষার্থী অধ্যয়ন করছেন। এ বিশ্ববিদ্যালয়ে নয়টি অনুষদের আওতায় ৪৭টি বিভাগে ৪৯টি বিষয়ে চার বছরমেয়াদি অনার্স এবং এক বছর মেয়াদি মাস্টার্স ডিগ্রি প্রদান করে আসছে। এমফিল ও পিএইচডিসহ উচ্চতর গবেষণার জন্য এখানে রয়েছে পাঁচটি ইন্সটিটিউট। আর এসব শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষক রয়েছেন প্রায় সাড়ে ১ হাজার ২০০ জন।

বিভিন্ন গণতান্ত্রিক অধিকার আদায়ের ক্ষেত্রে সবসময় এ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা ছিল অগ্রণী। বলা যায় সব জাতীয় সঙ্কট নিরসনের সংগ্রামে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের অগ্রসরতা ছিল লক্ষ্য করার মতো। '৬২ সালের বিতর্কিত শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট বাতিল, '৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান, '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ, '৯০-এর স্বৈরাচার এরশাদবিরোধী আন্দোলনসহ দেশের যেকোনো অন্তিম ক্রান্তিলগ্নে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা ছিল অপরিসীম।

প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে এ বিশ্ববিদ্যালয়টি অত্যন্ত সম্মানের সঙ্গে ফলাফল, গবেষণা ও জাতীয়ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে আসছে। এখানে রয়েছে বিশ্বমানের গবেষক-বিজ্ঞানী। ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহর মতো ভাষাবিদ থেকে শুরু করে অর্ধশতাধিক বিজ্ঞানী ও গবেষকের কর্মস্থল রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

অপ্রাপ্তির পাল্লাও কম নয় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের। এখন পর্যন্ত ছাত্র-শিক্ষক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র (টিএসসি) চালু হয়নি। ২৮ বছর ধরে নির্বাচন হয়নি কেন্দ্রীয় ছাত্রসংসদ (রাকসু)। তাছাড়া ছাত্র সংগঠনগুলোর অস্থিরতা প্রতি বছর লেগেই আছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করতে এসে সংঘাতে প্রাণ দিতে হয় অনেক মেধাবী শিক্ষার্থীকে। কাঁদিয়ে দেয় সবাইকে। যা অনাকাঙ্ক্ষিত।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী সম্পর্কে উপ-উপাচার্য অধ্যাপক নুরুল্লাহ যায়যায়দিনকে বলেন, আমরা ছয় দশকে পা দিতে পেরে অনেক আনন্দিত। আশা করি সামনের দিনগুলোতে শিক্ষার মান উন্নয়ন ও গবেষণার প্রসার ঘটিয়ে এগিয়ে যাবে বিশ্বায়নে।